স্তব্ধ পেট্রাপোল বন্দর

শ্রমিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ লোডিং আনলোডিং। শ্রমিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শ্রমিকদের কাজের অধিকার পরিচয়পত্র এবং ইউনিয়নের ভাগ বণ্টনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়াল পেট্রাপোল বন্দরে। বিএমএস ও এলপিআই-কে ঘিরে তৈরি হওয়া এই সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। জানা গিয়েছে গত ২৬ তারিখে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার উপস্থিতিতে বিএমএস ও অন্যান্য ইউনিয়নকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি ১১টি ভুক্তভোগী কার্ড এক ঘণ্টার মধ্যে দেওয়ার আশ্বাস মিললেও সাত দিন পরেও তা কার্যকর হয়নি বলে



অভিযোগ শ্রমিকদের। আর তার জেরেই রবিবার থেকে লোডিং আনলোডিং বন্ধ রেখে প্রতিবাদ শুরু করেন শ্রমিকরা। পরবর্তীতে ঘটনার খবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কানে পৌঁছতেই বিষয়টি সমাধান করতে পেট্রাপোল বন্দরে আসেন তিনি। এলপিআই ম্যানেজার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে শ্রমিক ও বিএমএস সংগঠনের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে বিএমএস-১ ও বিএমএস-২ নামে বিভাজন করে যথাক্রমে ২০ ও ৫০ শতাংশ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই সিদ্ধান্তেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর জানান বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনেই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে বিএমএস-এর নগর সেক্রেটারি রাজীব গোস্বামী এই বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন সেক্রেটারি রামপদ বিশ্বাসও শ্রমিকদের ন্যায্য ভাগ ও কাজের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন ১৯৯০ থেকে তারা পেট্রাপোলে কাজ করছেন। ২০১১ সালের তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বিএমএস কে কাজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে কাজ দিতে নিষেধ করেছেন।

মোথাবাড়িতে জমি দখলের প্রতিবাদে খুন এক কৃষক

আহত সেনাকর্মী-সহ ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি দখলের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়াদের হামলায় খুন হলেন এক কৃষক। পাশাপাশি এই হামলার ঘটনায় জমির মালিক পেশায় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মী-সহ জখম হয়েছেন মোট ৪ জন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর এলাকায়। হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সনাতন মণ্ডল ও মুকেশ মণ্ডল-সহ ২১ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত আধা সামরিক বাহিনীর কর্মী শশাঙ্ক শেখর যাদব। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সনাতন এবং মুকেশ পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কৃষকের নাম শিবচরণ মণ্ডল। আহতদের নাম শশাঙ্ক শেখর যাদব, তিনি পেশায় সশস্ত্র সীমা বলে (এসবি) কর্মরত। বাকিরা হলেন যাদব পরিবারের মন্দিরের সেবাইত পার্থ যাদব, উজ্জ্বল মণ্ডল এবং মিঠুন মণ্ডল। এদিন জমি দখলের বাঁধা দিতে গিয়েই শিবচরণ মণ্ডলকে পিছন থেকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই শিবচরণ ওই জমির ভাগচাষি হিসেবে কাজ করতো। তখনই সেখানে উপস্থিত অন্যান্যরা জমি মাফিয়াদের আটকাতে গেলে তাদেরকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত আধাসেনা কর্মী শশাঙ্ক শেখর যাদব জানিয়েছেন, তাদের পৈতৃক ও দেবত্ব সম্পত্তি মিলিয়ে হামিদপুরে প্রায় ২০০ বিঘা জমি রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকারের জামানা থেকেই প্রায় দুবছর ধরেই এলাকার জমি মাফিয়া সনাতন মণ্ডল ও মুকেশ মণ্ডল দলবল নিয়ে তাদের জমি ধীরে ধীরে দখল করে আসছিল। এনিয়ে একাধিকবার মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি সশস্ত্র সীমা বলের কোম্পানি কমানডেন্টের মাধ্যমেও মালদার পুলিশ সুপারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তারপরও জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। আহত উজ্জলের স্ত্রী দেবী মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। একসময় অভিযুক্তেরা তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক সাধারণ মানুষের জমি দখল করে এসেছে। আমার স্বামী যাদব পরিবারের দেবত্ব সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ হিসেবে কাজ করতেন। এদিন জমি দখল করার খবর জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে ওরা সবাই যায়। তখন পরিকল্পনা করেই একজনকে খুন করার পাশাপাশি অন্যান্যদের ওপর হামলা চালানো হয়।' মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কার্যকর্তা নিবারণ ঘোষ বলেন, 'এলাকায় এখনও তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ভাবে এদিন যাদব পরিবারের সম্পত্তি দখল নিয়েই খুন ও হামলার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে জানানো হয়েছে।' মোথাবাড়ি তৃণমূল বিধায়ক নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'অপরাধীরা কখনওই কোনও দলের সমর্থক বা কর্মী হতে পারে না। বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা ভিত্তিহীন। এই ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত নেই।'

হিলি মোড়ে বিপুল বাজি উদ্ধার বালুরঘাট পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কালীপুজোর আগেই নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল বালুরঘাট থানার পুলিশ। রবিবার রাতে বালুরঘাটের হিলি মোড় এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও নিষিদ্ধ আতশবাজি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া এই সমস্ত বাজির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা। ঘটনার বিবরণীতে জানা গিয়েছে, হিলি মোড়ে কিছু নিষিদ্ধ বাজির মজুত রয়েছে বলে পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পায়। কোনও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বা দুষ্কৃতী দল এই বিপুল বাজি সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে সটকে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই বালুরঘাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এরপর সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা সমস্ত নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে কেবলমাত্র সবুজ বাজির মেলা ও ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। ঠিক সেই আবহেই এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধারের ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে উদ্বেগ ও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। উৎসবের মরশুমে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। কোথা থেকে এই বাজিগুলি আনা হচ্ছিল, কে বা কারা সেগুলি সেখানে মজুত করেছিল এবং কোথায় সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল; সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

কালী এবং ছটপুজোয় অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা গ্রন্থাগার মন্ত্রীর, বিঁধলেন তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালীপুজো এবং ছট পুজোর এই দুই উৎসবের মুখে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। আর এই অন্তর্ঘাত ঘটানোর পিছনে সরাসরি তৃণমূলকেই বিঁধেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যারা এতদিন সরকারে থেকে নৈরাজ্য চালিয়ে এসেছে, তাদের ক্ষমতা চলে যাওয়ায় যে কোনও পরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে। আর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ককরোচ, সিপিএম এবং কংগ্রেসও। দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই কালী ও ছট উৎসবের মুখেই যেকোনও ধরনের অন্তর্ঘাত ঠেকাতে প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।' সোমবার রাজ্য সরকারের নির্দেশেই মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। এদিন দুপুরে কালেক্টরেট ভবনে কনফারেন্স হলে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। এরপর ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীর যেসব ঘাটগুলিতে ছট পুজোয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়, সেখানকার পরিস্থিতি নৌকা করে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অম্লান ভাদুরি, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

মূলত শহরের মিশনঘাট, বালুচর এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটগুলিতে ছট পুজোতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। এছাড়াও শহরের একাধিক এলাকায় কালীপুজোর সময় প্রতিমা দর্শনেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। সেক্ষেত্রেই ভিড়ের মধ্যে কেউ কিছু অযথা বিভ্রান্ত ছড়ালে সাধারণ দর্শনার্থীরা যাতে দৌড়ঝাঁপ না শুরু করে দেয়, সে ব্যাপারেও প্রশাসন



থেকে প্রচার চালানোর কথা বলেছেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী এদিন বলেন, 'ছট পুজোয় আগের দিন বিকেলে এবং পরের দিন ভোররাত থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। মানুষকে বলবো কোথাও কোনওরকম ঘোষণায় বিচলিত হবেন না। প্রশাসন সব ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখবে। ছট পুজো বা কালীপুজোর বিসর্জনে কোথাও কোনওরকম সমস্যা হতে দেওয়া হবে না।' এদিকে রাজ্যের মন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কালীঘাটপন্থী জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'চোরবাগানের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে প্রশাসন ব্যার্থ। নিজেদের দোষ ওরা স্বীকার করছে না। তাই এভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার করে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে কোনও লাভ হবে না, মানুষ সব দেখছে।' জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন হালদার এবং সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'চোরবাগানের ঘটনায় বিপর্যস্ত বিজেপি সরকার। আর ওরা এখন নিজেদের দোষ ত্রুটি ঢাকতেই ভুলভাল মন্তব্য করছে। আগামীতে ব্যালট বাক্সে এর জবাব সাধারণ মানুষই দেবে।'

দামোদরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

আর্থিক সাহায্য বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া রিপম দাসের (১৯) নিথর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার অন্তর্গত শিল্লাঘাট এলাকায়। সোমবার সকালে নিখোঁজ স্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে কাশপুরের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বোলপুর গ্রামের বাসিন্দা রিপম তাঁর চার বন্ধু সজল দাস, কার্তিক সেন, নিতাই দাস ও গৌরব রক্ষিতের সঙ্গে দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলেন। স্নান করার সময় আচমকা প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান রিপম। সঙ্গে থাকা চার বন্ধু অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই তরুণ। খবর পেয়ে ঘটনার দিন থেকেই নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও ডুবুরি দল। সোমবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে দামোদর নদের কাশপুর এলাকায় এক স্থানীয় জেলের জালে আটকে যায় রিপমের দেহ। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র। তিনি তাঁর প্রতিনিধি রিন্টু রায় ও স্ত্রী জয়ন্তী পাত্রকে নিহতের বাড়িতে পাঠান। বিধায়কের তরফ থেকে শোকস্তব্ধ পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকার একটি সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনেও পরিবারের পাশে বিধায়ক থাকবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় আটক দুই কেজি গাঁজা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পুলিশ অবৈধ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে চোলাই মদের ঠেক ভাঙচে, গাঁজা, কাফ সিরাপ-সহ নানা মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে কারবারীদের গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরছে। তবু এর সঙ্গে যুক্ত কারবারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের ঠেকাতে পারছে না। রবিবার রাতে খবর পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ অভিযান চালায় জয়পুর হাটতলা এলাকায়। রাতভর অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে গাঁজা মজুত ও বিক্রির অভিযোগে দেবাশিস দে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে বাঁকুড়া আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা চত্বরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা চত্বরে। একাধিক কর্মীর মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয় ধস্তাধস্তি ও মারপিট। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনা প্রসঙ্গে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) জেলা সম্পাদক মৃন্ময় ব্যানার্জি অভিযোগ করে বলেন, 'যারা সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা বিজেপির পুরনো কার্যকর্তাদের গেট পাস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নিজেদের বিজেপি বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন তাঁরা। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই তাঁরা পালিয়ে যান।' তাঁর আরও অভিযোগ, প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন কর্মীর গেট পাস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের সেফটি পেপারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এমনকি বিএমএসের কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন মৃন্ময়বাবু। বিএমএসের কর্মীরা সেখানে পৌঁছতেই তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে তাঁর দাবি।



সোমবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য উর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার অর্থ তুলতে পথে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'আসুন আমরা সকলে মিলে ১১ বছরের এক শিশুর প্রাণ বাঁচাই।' ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ১১ বছরের এক শিশুর চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গ্রামবাসীদের এভাবেই আবেদন জানাতে দেখা যায়। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লাগাপাড়া গ্রামের ১১ বছরের শিশু রাজ বাউরি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। বর্তমানে কল্যাণী এইমসে তার চিকিৎসা চলছে। কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া অভাবের সংসারে সন্তানের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন রাজের পরিবারের লোকজন। তাই লাগাপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা সাহায্য চাইতে পথে নেমেছেন। রাজের বাবা দয়াময় বাউরির কথায়, যে বয়সে একজন শিশুর স্কুলে পড়াশোনা, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা আর ছোট ছোট স্বপ্নে মেতে থাকার কথা, সেই বয়সেই কঠিন অসুখের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তার ছেলেকে। এর থেকে বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে।

ত্রিপলের ছাউনিতে কোনও রকমে দিন কাটে রাজের পরিবারের। সেই 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' সংসারে এখন একটাই চিন্তা, রাজের চিকিৎসা। দাদু-ঠাকুমাও নাতিকে সুস্থ করে বাড়ি ফেরানোর আশায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পথে নেমেছেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, রাজ খুব ভাল ছেলে। তার পরিবার অত্যন্ত গরিব। পরিবারটির কাছে চিকিৎসার খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই তারা সকলের কাছে আবেদন জানাতে পথে নেমেছেন।

মানব রক্তে আজও পূজিত হন দেবী কালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: 'পশু নয় বরং মানুষের রক্তে পূজিতা হচ্ছেন দেবী কালিকা।' যদি একথা বলা হয় তাহলে বোধহয় কোনও ভুল কিছু বলা হবে না। এক ভক্ত বলি প্রথাকে বন্ধ করে নিজেদের বুক চিরে রক্ত দিয়ে দেবী কালিকাকে তুষ্ট করার যে বিরল নজির সৃষ্টি করেছিলেন, তা শতাধিক বছর ধরে বহমান হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার ভুঞেড়া চক্রবর্তী পরিবারের পুজোয়। জানা গিয়েছে, এই গ্রামের সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন জগমোহন আচার্য। ২২০ বছর আগে দীপান্বিতা অমাবস্যার আগেই তিনি স্বপ্নাদেশ পান বাড়ির পাশের পুকুরে একটি



তামার ঘট রয়েছে এবং ওই তামার ঘটেই দেবী কালী পূজিতা হতে চান। পরেরদিনই পাশের পুকুর থেকে পাওয়া যায় তামার ঘট এবং সেই ঘটে আজও পুজো হয়ে আসছে। প্রথম বছরে শুধু ঘটে দেবী পূজিত হলেও পরবর্তী সময়ে মূর্তি তৈরি করে পুজো হয় এবং বর্তমানে স্থায়ী মূর্তি রয়েছে। কালীপুজোর অনুষঙ্গ মেনে এই পরিবারে পুজোতেও ছাগ বলি হতো। কিন্তু পরিবারের অন্যতম যুগল চক্রবর্তী (পূর্বে আচার্য) র মন ছাগের রক্ত দেখে বিচলিত হয়ে ওঠে। তিনি পুজোর দায়িত্ব পাওয়ার পর বলি বন্ধ করে দেন এবং নিজে বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো সম্পন্ন করেন। যা আজও পরিবারের প্রধান হয়ে মেনে চলছেন তাঁর পুত্র অশীতিপর শঙ্কর চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, ছাগ বলি বন্ধ করার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের রক্ত সমর্পন করার নজির এই পরিবারের পুজোকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রসঙ্গত সুদৃশ্য মন্দির এলাকায় তৈরি হয়েছে প্রার্থনা ঘর, যেখানে সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনায় বসেন এলাকার মানুষ।

SBI

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেইল : sbi.17899@sbi.co.in

যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : অদিতি সরকার, মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি - sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২.১১.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় : ০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিকিউরড পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ১২.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ সরকার, অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৯১৯৭৬১৬৪৯। সংরক্ষিত মূল্য : জিএসটি সহ ৫,৬৪,০০০/- টাকা। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৫৬,৪০০/- টাকা হবে এবং বিড বৃদ্ধির মূল্য ২,০০০/- টাকা হবে।
গাড়ির বিবরণ : মেক অ্যান্ড মডেল : Hyundai India Ltd.HYUNDAI VENUE SX IMT, রেজিস্ট্রেশন নং : 23BH7711E ইঞ্জিন নং : G3LCPM861603, চ্যাসিস নং : MALFE81ALPLPM471031, তৈরির বছর : ২০২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://www.bankeauctions.com বা support@bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কামলগাজী মোড়ের নিকট
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৩, ই-মেইল : sbi.64202@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(রা) / গ্যারান্টার(রা) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং সেগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেইজন্য এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম ঠিকানা/ ব্রাঞ্চের নাম সহ	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রীতম মণ্ডল পিতা- পঙ্কজ কুমার মণ্ডল এবং শ্রীমতী অনিশা মণ্ডল স্বামী- পঙ্কজ কুমার মণ্ডল উভয়ের ঠিকানা : সঞ্জয় পল্লী, দিঘিরপাড়, ক্যানিং, পোঃ-ক্যানিং টাউন, থানা-ক্যানিং জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩২৯। লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪৪১৩৭৭০৬৮৪২ (এইচবিএল) ব্রাঞ্চের নাম বাসন্তী ব্রাঞ্চ (১২২৩৮)	অংশ - ২ টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক ১৪ বর্গফুট অর্থাৎ ৪ ডেসিম্যাল জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- মাতলা, জে.এল. নং- ৬৮, আর.এস. খতিয়ান নং-১৮২২ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং- ৩১৯৭/৭১২৪ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং-৮১০৬, ১০৫৭৮(নতুন) ৭৬৩৬(পুরানো) এর অধীনে এল.আর. দাগ নং- ৩৭৭১/৩৮৩৫ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা - ক্যানিং, মাতলা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এডিএসআর মাতলার এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে : দুলাল মাঝির সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬'-০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : অনন্ত কুমার হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : অনিশা মণ্ডল হালদারের সম্পত্তি। ডিডের বিবরণ : ১. ২০২৪ সালের জন্য ১৬১২০৭৬২২ নং হিসাবে, এডিএসআর মাতলার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত গিফট ডিড এবং বুক-১, ভলিউম নং- ১৬১২-২০২৪, ১৩১৮২৬ থেকে ১৩১৮৪২ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে। ২. ২০১৬ সালের জন্য ১৬১২০৭৪২৯ নং হিসাবে, এডিএসআর মাতলার অফিসে নিবন্ধিত ডিডের অংশ এবং বুক-১, ভলিউম নং- ১৬১২-২০১৬, ১৫০৪০৪ থেকে ১৫০৪১৯ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে। মালিক-শ্রী প্রীতম মণ্ডল এবং শ্রীমতী অনিশা মণ্ডল	০৬.১০.২০২৬	২৮.০৯.২০২৬	২২,০৩,৮১০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ তিন হাজার আটশো দশ টাকা) ০৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আপনার ভবিষ্যতের সুদও প্রদেয়।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে আমাদের পূর্ববর্তী নোটিশগুলি, যদি থাকে, আগে পাঠানো হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬
স্থান : বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
এইচএলসি বারুইপুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪। ই-মেইল : sbi.15342@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(রা) / গ্যারান্টার(রা) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং সেগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেইজন্য এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম ঠিকানা/ ব্রাঞ্চের নাম সহ	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	ঋণগ্রহীতা রাজু চক্রবর্তী পিতা- গৌতম চক্রবর্তী ঠিকানা ঘোলা, শ্রীকৃষ্ণ চ্যাটার্জী রোড, ঘোলা হাই স্কুলের কাছে, কলকাতা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১১১। অন্যান্য ঠিকানা ফ্ল্যাট ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৩১, ৭/৩০ পূর্ব পল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০১১০ লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪৩৩৬৪৫০০৮৯৫ (এইচবিএল) ৪৩৩৬৪৪৮৫১০৭ (সুরক্ষা লোন) ব্রাঞ্চের নাম : এইচএলসি বিধাননগর	শিডিউল 'সি' অংশ - ১ (অনুগ্রহ করে নথিতে উল্লেখিত স্টক, বুক ডেবটস, রিসিভেবলস, কনজুমেবল স্টোর এবং স্পেয়ার্স এবং হাইপোথিকেটেড মুভ্যাবল প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি সহ বর্তমান সম্পদ, ইত্যাদি সমস্ত হাইপোথিকেটেড সম্পত্তির উল্লেখ করুন (শিডিউল 'বি') স্টক এবং বুক ডেবটস-এর হাইপোথিকেশন। অংশ - ২ (অনুগ্রহ করে বন্ধকী নথি/ডিড-এর রেফারেন্স থাকা নথিতে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করুন) (শিডিউল 'বি') সম্পত্তির বিবরণ : শিডিউল - 'এ' ডিড নং I-6933/2024, এ.ডি.এস.আর. সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। তারিখ - ২৩.০৯.২০২৪, বুক ১-এ নিবন্ধিত, ভলিউম নং ১৫২৪-২০২৪, ২০২৯৮৩ থেকে ২০৩০১৫ নং পৃষ্ঠা। ২০২৪ সালের জন্য ১৫২৪০৬৯৩৩ নং। পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩১, প্রেমিসেস নং ৭/৩০, পূর্বপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২-এর অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮১২, ১৮১০, ১৮২৭, ১৮১৪, ১৮১৬, ১৮০৯, ১৮১৩-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৪৬১-এর সমতুল্য, মৌজা রামভদ্রবাটি নং ৬৪-এ অবস্থিত এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ, এর উপর অবস্থিত প্রায় ১০০ বর্গফুট টাইল শেড কাঠামো, সিমেন্ট করা মেঝের সাথে প্রায় ৫ কাঠা ০৮ ছটাক পরিমাপের একটি বাস্তু জমির প্লটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ উত্তরে- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- প্লট নং ১২, পূর্বে- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- প্লট নং ১৩। শিডিউল 'বি' পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩১, প্রেমিসেস নং ৭/৩০, পূর্বপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২-এর অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮১২, ১৮১০, ১৮২৭, ১৮১৪, ১৮১৬, ১৮০৯, ১৮১৩-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৪৬১-এর সমতুল্য, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৪-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৩৩৯-এ অন্তর্ভুক্ত, মৌজা রামভদ্রবাটি, জে.এল. নং ৭, আর.এস. নং ৬০, তৌজি নং ২২৩-এ "শিবম অ্যাপার্টমেন্ট" নামক ভবনে অবস্থিত একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, খোলা রান্নাঘর, একটি বাথ কাম প্রিভি নিয়ে গঠিত প্রায় ৪৩৯ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (অর্থাৎ ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট এরিয়া সহ ৬২৮ বর্গফুট) পরিমাপের ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪সি অনুযায়ী একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উপরের প্রথম শিডিউলে বর্ণিত হয়েছে এবং উক্ত ফ্ল্যাটটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৪বি, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং ৪ডি, পূর্বে- সাধারণ স্থান এবং লিফট, পশ্চিমে- খোলা জায়গা। সম্পত্তিটি রাজু চক্রবর্তীর নামে রয়েছে।	০৮.১০.২০২৬	১৮.০৯.২০২৬	১৫,৫২,৩৯৫/- টাকা (পনেরো লক্ষ বাহান্ন হাজার তিনশো পঁচানব্বই টাকা) ০৮.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আপনার ভবিষ্যতের সুদও প্রদেয়।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা(৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে আমাদের পূর্ববর্তী নোটিশগুলি, যদি থাকে, আগে পাঠানো হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এইচএলসি বিধাননগর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া